অগোছালো কিছু কথা

কিছু প্রশ্ন অনেকের মনেই আসে। সঠিক জওয়াব না পাওয়ায় মনে মনে সংশয় থেকে যায়। আবার কিছু প্রশ্ন আছে উত্তর পেলে মনটা শান্ত হতো। এ ধরনের অনেক বিষয় থাকে। এমন কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আজকের লিখাটি। সবগুলো এক শিরোনামে আনা সম্ভব না। তাই অগোছালোই রাখলাম।

এক. অনেকে বলেন, ইসলাম একটা পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না।

উত্তর: পিঁপড়া না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু ইসলাম তো সাপ মারতে বলে। সাপ মারলে সওয়াব পাওয়া যায়। আর কাফের মুরতাদরা সাপের চেয়েও ভয়ংকর এবং নিকৃষ্ট। আল্লাহর সৃষ্টিতে এরা সবচে’ নিকৃষ্ট। এজন্য এদের মারলে সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা মেনে চলতে হবে অবশ্যই।

অধিকন্তু পিঁপড়া কামড় দিলে আপনিও ছাড়বেন না, যেমন মশা ছাড়েন না। আপনার বিবি সাহেবা যখন আপনার মাথা থেকে উকুন মারেন তখন কিন্তু কিছু বলেন না।

দুই. হুজুর! তলবে ইলম, দরস-তাদরিস, খানকা এগুলো ভাল

কাজ। সবাই তো ভাল কাজই করছে। তাহলে শুধু জিহাদ না করার কারণে সমালোচনা করেন কেন?

উত্তর: যেসব ছাত্র, যেসব মুরীদ ঠিকমতো নামায পড়ে না তাদের বকাঝকা করেন কেন? ফরয জিহাদ ছাড়লেও এমনই।

তিন. আপনারা বড় বড় হুজুরের বিরুদ্ধে কথা বলেন। এটা কি বেয়াদবি না? উনারা কি কম বুঝেন?

উত্তর: আমরা বড় হুজুরদের সম্মান বজায় রেখেই কথা বলি। বরং উনাদের গবেষণাগুলো থেকে আমরা মুজাহিদরাই প্রকৃতপক্ষে বেশি উপকৃত হই। তবে যেসব বিষয়ে উনারা জেনে না জেনে শরীয়াহ পরিপন্থী কথা বলেন, সেগুলোতে চুপ থাকতে পারি না। এখানে চুপ থাকা শয়তানি।

আর উনারা কম বুঝেন কি'না- এ ব্যাপারে কথা হলো, যেসব বিষয় উনারা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণা করেন সেগুলোতে উনারা অনেক ভাল বুঝেন। আমরা সেসব বিষয় উনাদের থেকেই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীয়ত এক ব্যাপক জগত। এখানে সবাই একসাথে সব বুঝবে এমন না। নীতি হল, الاجتهاد يقبل التجزي – তথা কিছু বিষয়ে কারো ভাল বুঝ থাকতে পারে আর কিছু বিষয়ে একেবারেই ইলম না থাকতে পারে। বড় মুজতাহিদের বেলায়ও একই কথা যে, কোনো কোনো

মাসআলা না জানা থাকতে পারে। একারণে আইম্মায়ে কেরাম অনেক প্রশ্নের উত্তরেই বলতেন, লা আদরি- আমি জানি না। তখন অবশ্য শাগরিদ ও মুস্তাফতি প্রশ্ন করতো, আপনি এত বড় হুজুর, আপনি জানেন না? তখন তারা অকপটে স্বীকার করতেন, জী! এ বিষয়ে আমার জানা শুনা নেই। অন্যকে জিজ্ঞেস কর।

আমাদের সমস্যাটা হলো, আমরা একজনকে সব বিষয়ে আলেম মনে করে সব বিষয় উনার কাছে জিজ্ঞেস করি। আর বড়দের সমস্যা হলো, উনারা বড়ত্ব ঠিক রাখতে সব বিষয়ে কিছু একটা উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন। লা আদরি বলতে লজ্জা পান। এ সমস্যাই আমাদের সর্বনাশ করছে।

চার. হুজুর, জিহাদের আয়াত কি তাবলিগে লাগানো যাবে না?

উত্তর: তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, জিহাদ এক জিনিস আর তাবলিগ আরেক জিনিস। তাবলিগ জিহাদ নয়।
আরো স্বীকার করছেন, শরীয়তে জিহাদের ফজিলতের ব্যাপারে অনেক আয়াত হাদিস এসেছে। তাবলিগের ব্যাপারে এমন কিছু নেই। তাই জিহাদেরগুলো ধার করে তাবলিগে লাগাতে চাচ্ছেন।

যদি এ দুই কথা স্বীকার করেন তাহলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে। তারপর দেখা যাবে জিহাদের আয়াত তাবলিগে লাগানো যাবে কি'না। সহজ প্রশ্ন হল, রোযার ফজিলত তাবলিগে লাগানো যাবে

কি’না? সবাই বলবে, যাবে না। জিহাদেরগুলোতেও একই কথা। তাবলিগ সহীহ পথে হয়ে থাকলে দ্বীনের কাজের সওয়াব পাবে, জিহাদের সওয়াব পাবে না; যেমন রোযা না রেখে তাবলিগ করলে রোযার সওয়াব পাবে না।

পাঁচ. শুনেছি মুজাহিদদের হামলায় অনেক সময় সাধারণ মুসলমান মারা যায়।

উত্তর: সাধারণ মুসলমান কেনো, অনেক সময় মুজাহিদের হামলায় অন্য মুজাহিদও মারা যায়। অনেক সময় মুজাহিদ নিজেও মারা যান। এভাবে অনিচ্ছায় মারা গেলে গুনাহ হবে না। সর্বোচ্চ সতর্কতার পরও যদি কোনো মুসলমান মারা যায় এর দায়ভার মুজাহিদদের উপর আসবে না, কোনো গুনাহও হবে না।

এক যুদ্ধে এক সাহাবি এত জোরো তরবারি মারেন যে, তরবারি ঘুরে নিজের পায়ে এসে লাগে। সাহাবি মারা যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ সাহাবি সাধারণ মুজাহিদদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাবে।

সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় অকস্মাৎ হামলা করতেন, যার ফলে কাফেরদের নারী-শিশুরাও মারা যেতো যাদেরকে হত্যা করা নিষেধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্যা নেই। ইচ্ছা করে মেরো না।

মুসলমানদের ব্যাপারেও একই কথা। আর সাধারণ মুসলমানদের উচিৎ হলো, কাফের মুরতাদের থেকে দূরে থাকা। যাতে মুজাহিদদের হাতে আল্লাহ তাআলা কাফের মুরতাদদের যে আযাব দেন, তারাও যেন এ আযাবে পড়ে না যান।

ছয়. মুজাহিদরা অনেক জায়গায় হদ কায়েম করেন না, অন্য শাস্তি দেন। এটা কি হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ না?

আচ্ছা ভাই প্রশ্ন করি, আমাদের সমাজে তো অনেক যিনা হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। কাউকে কি আপনি শাস্তি দিয়েছেন? উত্তরে বলবেন, আমাদের তো শক্তি নেই।

আপনি যদি মা'জুর হন, মুজাহিদদেরও মা'জুর মনে করেন। আপনি কোনো কিছু না করেও যদি মাফ পেয়ে যাবেন আশা করছেন তাহলে মুজাহিদরা যতটুকু পারছেন শাস্তি দিচ্ছেন, তাহলে তারা কেনো মাফ পাবেন না? হদ কায়েমের জন্য যতটুকু শক্তি দরকার ততটুকু হাসিল হলে অবশ্যই হদ কায়েম করবেন। যাদের হাসিল হয়েছে তারা করছেনও। যেমন সোমালিয়া। তখন ভিন্ন শাস্তি দিলে হুকুম বি গাইরি মা আনযাল্লাহ হবে। তখন দেখতে হবে সেটা কোন পর্যায়ের: ফিসক না কুফর?

সাত. জিহাদিরা উগ্র।

উত্তর: ভাই, কিছু জযবা না থাকলে দ্বীনের কাজ করা যায় না। আবু বকর রাদি. তো একেবারে নরম মানুষ ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أرحم أمتي بأمتي ابو بكر তথা উম্মতের মধ্যে উম্মতের প্রতি সবচে' রহম দিল মানুষ হলেন আবু বকর। সেই আবু বকর কি সিংহের গর্জন দিয়েছিলেন মনে আছে? 'আল্লাহর কসম! ছাগলের একটা রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি এদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো'। বাব্বা! কি হুংকার।

জিহাদিরা সেই আবু বকরের উত্তরসুরি তো তাই একটু জযবাতি। তবে অতি জযবা অবশ্যই নিন্দনীয়। কেউ কেউ জযবার সীমা লংঘন করেন। এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা শুধু মুজাহিদদের দোষ না, সবাই এমন করেন। বদনাম শুধু মুজাহিদদের হয় আরকি।

আট. মুজাহিদরা ভাসা ভাসা বুঝে।

উত্তর: মুজাহিদরা সরীহ কুরআন সুন্নাহ আর সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কথা বলেন তো তাই একটু ভাসা ভাসা মনে হয়। সালাফও এমন ছিলেন। প্যাঁচ পছন্দ করতেন না। কথায় আছে, العلم نقطة كثرها الجهلاء ইলম ছিল একটা বিন্দু। জাহেলরা আজগুবি বহস করে করে পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে।

নয়. জিহাদ করতে গেলে সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে বিশৃংখলা দেখা দেবে।

কুফরি সমাজের শৃংখলা নষ্ট করা আল্লাহ তাআলার সুন্নত। আদ সামূদ যেসব জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন এরা তো অনেক সুখেই ছিল। আল্লাহ তাআলা এদের শান্তি হারাম করে দিলেন। এদের ধ্বংস করে তার মুমিন বান্দাদের হাতে যমিনের ক্ষমতা দিলেন। আমাদেরও করণীয় তাই। কুফরি সমাজ ধ্বংস করে শরীয়াহর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তবে মুমিনের জান-মাল সুরক্ষিত। যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করতে হবে যেন মুমিনের জান মালের ক্ষতি না হয়। যতটুকু না পারা যায় ততটুকুর জন্য মুজাহিদরা দায়ি না। বরং যারা জিহাদ না করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে আরামে চলে আসছিলেন তাদের বরবাদির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আল্লাহর পথে এত দিন জান মাল বিসর্জন যখন দেননি, অনিচ্ছায় হলেও এর সাজা পেতে হবে। মুজাহিদদের করার কিছু নাই।

দশ. মুজাহিদদের কারণে বড়দের প্রতি আস্থা নষ্ট হচ্ছে।

বড়দের প্রতি আস্থা নষ্ট করাই তো নবী রাসূলদের সুন্নত। লোকজন বড়দের পূজা করে আসছিল। নবী রাসূলগণ এসে তা হারাম ঘোষণা দিলেন। দ্বন্দ্ব লেগে গেল। সন্তান ঈমান আনলো বাপ কাফের রইল। পিতা-সন্তানে আস্থা নষ্ট হল। এভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে

একেবারে সব জায়গায় আস্থা নষ্ট হয়ে গেল। বড়দের কথা আর মানছে না ছোটরা। রাসূলদের দাওয়াতের কারণে আস্থা উঠে গেছে বড়দের প্রতি।

এটিই নবী রাসূলদের সুন্নত। তবে বড়রা যদি কুরআন সুন্নাহ এবং সালাফের তরিকামতো কথা বলেন তাহলেই আর আস্থা নষ্ট হবে না। ব্যতিক্রম হলেই আস্থা নষ্ট। এর জন্য উনারা নিজেরাই দায়ী।

আজ এ দশটাই। অন্য মজলিসে ইনশাআল্লাহ....।

অগোছালো কিছু কথা -০২

এগার. হুজুর, অনেকে বলেন, ইসলামে ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ইসলাম সব ধর্মের স্বাধীনতা দেয়।

উত্তর: আমার ধর্ম বলে,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

‘মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর। তাদের পাকড়াও কর,

অবরোধ কর এবং তাদের (অপহরণ ও গুপ্ত হত্যার) জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক।’- তাওবা: ৫

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

‘তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের অপদস্থ করবেন, তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন।’ –তাওবা: ১৪

এখন যদি আমি কাফেরদের মারতে না পারি, ধরতে না পারি; গুম, গুপ্ত হত্যা, কিডনেপ ও অপহরণ করে অন্তর জুড়াতে না পারি তাহলে তো আমার ধর্মের স্বাধীনতা থাকছে না। ইসলাম তো আমার ধর্মের স্বাধীনতা দিয়েছে।

বার. তাকফির করা না’কি খারেজিদের কাজ?

উত্তর: তাকফির করলেই যদি খারেজি হয়ে যায় তাহলে তো আবু বকর রাদি. সবচেয়ে বড় খারেজি। উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তাকফিরের দরজা খোলেছেন। তাকফির করে কিতাল করেছেন। হত্যা করেছেন, বন্দী করেছেন। সম্পদ গনিমত বানিয়েছেন। তাদের বিবি বাচ্চাদের গোলাম বাদি বানিয়েছেন।

দলীলের আলোকে যে কাফের তাকে তাকফির করাই সিদ্দিকি মানহাজ, আহলুস সুন্নাহর মানহাজ।

তের. কোনো কোনো আলেমকে বলতে শুনেছি, তালেবান ঠিক আছে। আলকায়েদা উগ্রপন্থী।

উত্তর: আলকায়েদার হাতে মার খেয়ে যেদিন কুফরি বিশ্ব আলকায়েদাকে মুজাহিদ স্বীকৃতি দেবে কিংবা যেদিন আলকায়েদার হাতে হিন্দুস্তানে খেলাফতের পতাকা উড়বে সেদিন আলকায়েদাও মু'তাদিল হয়ে যাবে। সেদিন আলকায়েদা দেওবন্দের সন্তানে পরিণত হবে, যেমন আজ তালেবানরা দেওবন্দের সন্তানে পরিণত হচ্ছেন।

চৌদ্দ. তালেবান না'কি আলকায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে?

উত্তর: অনেকে এমন অলিক স্বপ্ন দেখছিলেন। এমন কামনাই করছিলেন। সেটাই উনাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। নতুবা এমন কোনো সংবাদ পাইনি। যারা বলছে তারাও পায়নি। তবে মনকে তো মানাতে পারছে না তাই একটা কথা বলছে আর কি। তালেবান আগের মতোই আলকায়েদার বাইয়াত ধরে রেখেছে। আলকায়েদাও আগের মতোই তালেবানের হাতে বাইয়াত হয়ে আছে। কা-লবুনইয়ানিল মারসুস। মাঝখানে কিছু লোক দিবাস্বপ্ন স্বপ্ন দেখে তৃপ্তি নেয়ার চেষ্টা করছে।

পনের. এক মুফতি সাহেব বলেছেন, বাংলাদেশ দারুল হরব হলে তো মুশকিল। দারুল হরব থেকে হিজরত করা তো ফরয।

উত্তর: নামাযে এক লোকের বাতাস বের হয়ে গেল। মুফতি সাহেব ফতোয়া দিচ্ছেন বাতাস বের হয়নি। বের হলে তো নামায নষ্ট হয়ে যাবে, আবার পড়তে হবে। এটা ঝামেলা। এর চেয়ে বরং বের হয়নিটাই সোজা।
এ ফতোয়াও এমনই।

অধিকন্তু দারুল হরব থেকে হিজরত করতে হবে এটা মুফতি সাহেব কোথায় পেলেন? দারুল হরব উদ্ধার করা ফরয। হিজরত করতে হবে যখন হিজরতের মতো কোনো দারুল ইসলাম থাকবে। অন্যথায় যেখানে থাকলে অধিকতর ভালভাবে দ্বীনের কাজ করা যায় সেখানেই থাকবে। বর্তমানে হিজরত করে যাওয়ার মতো রাষ্ট্র পাওয়া যাচ্ছে না। আর পাওয়া গেলেও সম্ভব হচ্ছে না সকলের জন্য। এর চেয়ে বরং নিজের দেশে থেকে জিহাদ করাই ভাল। জিহাদ ফরয হয়ে যাবে ভয়ে দারুল হরবই হয়নি ফতোয়া দেয়ার সুযোগ নেই।

তাছাড়া যদি ধরি দারুল হরব হয়নি তাহলেও জিহাদ মাফ নেই। কাফেররা যখন দারুল ইসলামে দখলদারিত্ব কায়েম করে তখন এ দখলদার শত্রু হটানো ফরয। এ ব্যাপারে উম্মাহর কোনো ইমামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। আসলি কাফের আর মুরতাদ কাফেরের

মাঝেও কোনো ব্যবধান নেই। জিহাদ সকলের বিরুদ্ধেই ফরয। তবে বেশকম এতটুকু যে, মুরতাদদেরকে ছাড়া যাবে না। হয় মুসলমান হবে নইলে হত্যা করে দেয়া হবে।

অতএব, দারুল হরব হলেও জিহাদ মাফ নেই না হলেও মাফ নেই।

ষোল. এত কাফের কাফের কর কেন তোমরা? সবাইকে তোমরা কাফের বানিয়ে ফেলবে না'কি?

উত্তর: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কাফের বানাতে যাব কেন? যারা কাফের হয়ে গেছে আমরা তো কেবল তাদের ব্যাপারে সতর্ক করে যাচ্ছি। যেন সাধারণ মুসলিমরা এদের থেকে এবং এদের কুফর থেকে বেঁচে থাকে। এদের সাথে যেন বিবাহশাদি না হয়। এদের জবাইকৃত পশু যেন না খায়। এদেরকে যেন সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো পদে না বসায়। কোনো পদে বসে থাকলে যেন অপসারণ করে। সর্বোপরি কুফর থেকে ফিরে না আসলে যেন এদের উপর মুরতাদের শাস্তি প্রয়োগ করে। এগুলো যেগুলো কুরআন সুন্নাহর বিধান আমরা সেগুলো শুধু বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা কাফের বানাতে যাব কেন?

সতের. আলকায়েদা তালেবান আমেরিকার

তৈরি।

উত্তর: তাহলে আমরাও বলতে পারি, আপনারা আমেরিকার তৈরি। আপনারা আমেরিকার দালাল।

যদি বলেন, না, আমরা এমন নই; তাহলে আমরাও বলবো, আমরাও আমেরিকার তৈরি নই। বিশ্বাস না হলে আমেরিকার দিকে তাকান, আলকায়েদা তালেবানের মুগুড় খেয়ে শিয়াল মশাইয়ের কি হাল!

আঠার. জিহাদিরা নেট থেকে ইলম নেয়।

উত্তর: নেট থেকে সবাই নেয়, দোষ শুধু মুজাহিদদের। করোনার সময় বাংলাদেশের মুফতি সাহেবরা যে ফতোয়াগুলো দিয়েছেন সেগুলো তাকি উসমানী সাহেবদের এবং দেওবন্দের ফতোয়ার হুবহু অনুবাদ বলা চলে। সেগুলো তারা কোত্থেকে নিয়েছেন? কে গিয়েছিল পাকিস্তানে আর কে গিয়েছিল দেওবন্দে ফতোয়া আনতে?

হয়তো বলবেন, আমরা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে নিই।

আমাদেরও একই কথা। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকেই নিই। আজেবাজে সাইট ব্রাউজ করা, আজেবাজে কারো লেখা পড়া জিহাদি মানহাজে নিষিদ্ধ। তাহলে আমাদের দোষ হল কোথায়?

অধিকন্তু মুজাহিদ আলেমরা যারা ফতোয়া দেন, তারা নেট পড়ে আলেম হননি, নেট পড়ে ফতোয়াও দেন না। উস্তাদের দরবারে হাঁটু গেড়ে সবক পড়েই তারা আলেম হয়েছেন। কিতাব পড়েই ফতোয়া দিচ্ছেন। নেট একটা সহায়ক মাধ্যম, যেমন আপনাদের জন্যও সেটি সহায়ক মাধ্যম।

উনিশ. তানজিমের মাসুলদের আনুগত্য কি ফরয?

উত্তর: জি ভাই, ফরয। আপনিই বলুন, যদি আপনি এ শর্তে তানজিমে ঢুকতে চাইতেন যে, মাসুলদের আপনি আনুগত্য করবেন না, নিজের মতো চলবেন: তাহলে কি আপনাকে তানজিম কোনো দিন নিতো? আপনাকে নেয়াই হয়েছে এ শর্তে যে, তানজিমের নিয়ম কানুন মেনে চলবেন। নয়তো আপনাকে নিয়ে ভেজাল কে বাড়াতো? আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার পূরণের আদেশ দিয়েছেন। গাদ্দারি হারাম করেছেন।

তবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেসব বিষয়ে যতটুকু কর্তৃত্ব এর বাহিরে চাপ দিতে পারবেন না মাসুল ভাই।
তানজিমের স্বার্থ বিরোধী কিংবা আমনিয়ার খেলাফ কোনো কাজ করার অধিকার কোনো সাথীর নেই। দ্বিতীয়ত যে মাসুলকে যতটুকু কর্তৃত্ব তানজিমের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে ততটুকুতে তার আনুগত্য করতে হবে। এর বিপরীত করলে নাফরমানির গুনাহ হবে। আর তানজিমও

পড়বে হুমকির মুখে। কোনো ভাইয়ের জন্য এমন কাজ করা কখনই জায়েয হবে না।

তবে তানজিম সকল সাথীর জন্য মাশওয়ারা ও রায় দেয়ার দরজা খোলা রেখেছে। বরং সাথীদের যোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তানজিম অনেক সময় সাথীরা না চাইলেও তাদের থেকে রায় তলব করে। সেখানে আমাদের কোনো খটকা থাকলে বা কোনো ভাল খেয়াল আসলে পেশ করতে পারি। তানজিমের উদ্দেশ্য, সাথীরা যেন বুঝে শুনে কাজ করে। জি হুজুর জি হুজুর তানজিমের মানহাজের খেলাফ। নিজের নজর ও ফিকির বাড়াতে চেষ্টা করুন। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার যোগ্যতা গড়ে তুলুন। আমাদের কোনো ভাই গ্রেফতার হলে বা শহীদ হলে যেন আমাদের কাজ স্থবির না হয়ে পড়ে। এটাই তানজিম চায়। তাই আদব ইহতিরামের সাথে আপনার রায় দিন। আপনার রায় গ্রহণ না হলে কষ্ট নেবেন না। বিদ্রোহ করবেন না। আনুগত্য করুন। পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা বাড়াতে চেষ্টা করুন। অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষে নয়, আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে। হাদিসে এসেছে,

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف

দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন অধিক ভাল।

এ সবলতা ঈমানী, আমলী, ইলমী, শারীরিক ও ফিকরি: সব দিককে শামিল করে।

বিশ. আমাকে শুধু কিতাব পড়তে বলে, লিখতে বলে। আমি বলেছি আমাকে আসকারিতে নিন। নিলো না।

উত্তর: মুহতারাম ভাই, আমাদের কাজের গণ্ডি অনেক বিশাল। একজন সব শাখায় কাজ করতে পারে না। যাকে যে কাজে তানজিম যোগ্য মনে করে তাকে সে কাজেই লাগায়। আপনার মাঝে হয়তো তারা ইলমী যোগ্যতা দেখেছেন। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছেন। সবরের সাথে করে যান। মা'রেকার সওয়াবও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আজকের মজলিসে এ দশটিই। সামনের মজলিসে ইনশাআল্লাহ ....।

অগোছালো কিছু কথা-৩

একুশ. জিহাদের ফলে খাওয়ারেজ তৈয়ার হয়।

উত্তর: আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী এড়িয়ে যেতে চান? উম্মতে মুসলিমার মাঝে খাওয়ারেজ নামক ভাইরাসের উৎপত্তি হবে বলে অসংখ্য হাদিসে এসেছে। এটি এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত খাওয়ারেজ তো পয়দা হয়েছিল হযরত উসমান রাদি. এর যামানায়। এসব লোক খলিফায়ে রাশেদ উসমান যুন নুরাইন রাদি.কে শহীদ করে। আলী রাদি.র সাথে তাদের কিতালের ইতিহাস সকলের জানা। অবশেষে এরা আলী রাদি.কেও শহীদ করে। তাহলে কি আপনি খেলাফতে রাশেদার উপর আপত্তি করবেন যে, খেলাফতের কারণে খাওয়ারেজ পয়দা হয় তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যাবে না?

আসলে খাওয়ারেজ অন্য সকল অপরাধীগোষ্ঠীর মতোই একটা গোষ্ঠী। অন্য অপরাধীগোষ্ঠীর মতো এদের উৎপত্তিও স্বাভাবিক। এটি খেলাফতেরও কুফল নয় জিহাদেরও কুফল নয়। বরং এসব নাফরমান নির্বোধ অহংকারীকে আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহর খালেস মুজাহিদদের কাতার থেকে বহিষ্কৃত করে জিহাদকে পাক পবিত্র করতে চান।

বাইশ. জিহাদ যদি করতে চাও তাহলে গোপনে কেন? প্রকাশ্যে আস।

উত্তর: এ ধরনের প্রশ্ন শিখদের পক্ষ থেকে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ.কে করা হয়েছিল। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. যখন শিখদের উপর রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা চালিয়ে যেতে থাকলেন যেগুলো শিখরা প্রতিহত করতে পারছিল না তখন তারা সিয়াসি চাল চেলে এ

হামলা বন্ধ করতে চেষ্টা করল। তারা বলল, আপনি যদি সুপুরুষ হন তাহলে রাতের অন্ধকারে গোপনে কেন হামলা করেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, জিহাদ আমার কাজ। যতভাবে তোমাদের দমন করা যায় আমি তা করে যাব। তোমাদের কথায় আমি ধোঁকায় পড়বো না।

আফসোস! এ ধরনের প্রশ্ন কাফেরদের তরফ থেকে করা হতো। আজ জাতির রাহবার বলে যারা পরিচিত তারা করছে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, الحرب خدعة – যুদ্ধ কৌশলের নাম। প্রকাশ্য-গোপন যত রকমের কৌশল আছে সবই এতে শামিল।

আবু বাসির রাদি. গোপনে গোপনেই জিহাদ দাঁড় করিয়ে মক্কাবাসীর কোমড় ভেঙে দিয়েছিলেন।

কা'ব বিন আশরাফ, ইবনে আবিল হুকাইক, খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালি সবাইকে গোপনেই হত্যা করা হয়েছিল।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধে গমনকালে সাহাবায়ে কেরামকে বলতেনও না যে কোন শত্রু তার উদ্দেশ্য। যেদিকে টার্গেট সরাসরি সেদিকে না গিয়ে অন্য দিকে রওয়ানা করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন।

মোটকথা, কাফেরদের কোমড় ভেঙে দেয়া হল কথা। এখন প্রকাশ্যে

আসবো না গোপনে আসবো সেটা কৌশলের ব্যাপার। যে মারহালায় যেটা মুনাসিব সেটাই করবো। এটাই যুদ্ধনীতি। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

তেইশ. জীবনটা কতয়ি মাহফুজ। সেটা দিতে হলে কতয়ি জায়গা লাগবে।

উত্তর: জিহাদ থেকে ফিরানোর জন্য কথাটা বলা হয়। কথাটার মর্ম: যেকোনো কিছুতে জীবন দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। জীবন দিতে হলে এমন ক্ষেত্র লাগবে যেখানে জীবন দেয়া কুরআন সুন্নাহর কতয়ি দলীল অনুযায়ী বৈধ।

কথাটা সুন্দর, মতলব খারাপ। এ কথার প্রবক্তারা মূলত একথা বলতে চান যে, জিহাদিরা যত্রতত্র জীবন দিয়ে হারাম করে যাচ্ছে। কিন্তু সরাসরি এভাবে বললে আবার কোন্ বিপদ এসে পড়ে বিধায় একটু ইস্ত্রি করে বলেছে। ইলমী পরিভাষা ব্যবহার করেছে। যেন মনে করা হয় যে, তিনি কুরআন সুন্নাহর দলীলমাফিক কথাটা বলেছেন। নিজেকে বাঁচিয়ে চলার এটা একটা পলিসি।

জিহাদিরা কোথায় জীবন দিচ্ছে তা তো পরিষ্কার। আল্লাহর প্রেরিত

শত সহস্র নবী রাসূল এবং তাদের অনুসারিরা যেসব তাগুতের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে গেছেন, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম যে পথে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন আমরা সে পথেই জীবন দিচ্ছি। যত্রতত্র দিচ্ছি না। এখানে আপত্তির তো কিছুই ছিল না। কিন্তু যাদের নজরিয়া ও ফিকির কুরআন সুন্নাহ থেকে ভিন্ন মোড় ধরেছে তাদের কাছে জিহাদ মানেই নাজায়েয একটা কিছু।

চব্বিশ. জিহাদ করে লাভ নেই। শেষে মুজাহিদরা নিজেরাই মারামারিতে লেগে যায়। রাশিয়ার পতনের পর আফগান মুজাহিদরা নিজেরা মারামারি করেছে।

উত্তর: মারামারি বনি আদমের তবিয়ত। আদম আলাইহিস সালামকে দেখে ফেরেশতারা আঁচ করতে পেরেছিল যে, এরা দুনিয়াতে গিয়ে মারামারি করবে। এজন্যই বলেছিল, ‘আপনি কি এমন কাউকে প্রতিনিধি করে পাঠাবেন যারা সেখানে গিয়ে ফিতনা ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে’? যেহেতু মারামারি বনি আদমের তবিয়ত তাই একে নির্মূল করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত

মারামারি চলে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলবে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার অমোঘ ফায়াসালা, এ উম্মত নিজেরা মারামারি করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন যেন উম্মত নিজেরা মারামারি না করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, হে নবি, আপনার উম্মত মারামারি করবে এটাই আমার ফায়াসালা। আমি আপনার এ আবেদন মঞ্জুর করছি না।

যখন বনি আদমের তবিয়ত মারামারি এবং আল্লাহ তাআলার অমোঘ ফায়সালা যে এ উম্মত মারামারি করবে তখন মারামারি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে আমার দায়িত্ব হল, হকের পক্ষে মারামারি করা। মারামারির ভয়ে হকের পক্ষ ত্যাগ করার অর্থ রিয়া এসে যাওয়ার ভয়ে নামায ছেড়ে দেয়া।

তৃতীয়ত মুজাহিদদের নিজেদের মারামারি আজ নতুন কিছু নয়। এ মারামারি স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। আর তারাই আমাদের আদর্শ। উসমান রাদি.র শাহাদাতকে কেন্দ্র করে হযরত আলী রাদি. এবং মুআবিয়া রাদি.র মাঝে মারামারি হয়েছে। যার পরিণতিতে উভয় পক্ষের মিলে খাইরুল কুরুনের আশি হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর এ মারামারি চলেছিল।

জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত হল আলী রাদি. হকের উপর ছিলেন

আর মুআবিয়া রাদি. ভুলের উপর ছিলেন। যদিও ভুলের উপর ছিলেন তথাপি তিনি দুনিয়ার লোভে যুদ্ধ করেননি। যা হক মনে করেছেন তা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছেন। এজন্য ভুলের উপর থাকার পরও তার সমালোচনা নাজায়েয। যারা তার সমালোচনা করবে তারা আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত।

আলী রাদি. যিনি হকের উপর ছিলেন, তার যে বাহিনি এতদিন মুআবিয়া রাদি.র বিরুদ্ধে *যুদ্ধ করেছে তাদের থেকে বার হাজার খাওয়ারেজ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। অবশেষে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন। এমনভাবে নির্মূল করে ছাড়েন যে, এদের দশটা লোকও মুক্তি পায়নি।

তাহলে আমরা এখানে খেলাফতে রাশেদায় মুজাহিদদের দুই শ্রেণীর মারামারি পেলাম,
এক. আলী-মুআবিয়া; যাদের কারও সমালোচনা জায়েয নেই।
দুই. আলী-খাওয়ারেজ। এখানে খাওয়ারেজরা পথভ্রষ্ট গোমরাহ। এদের সমালোচনা জরুরী এবং এদের বিরুদ্ধে কিতাল জরুরী।

যারা মারামারির কারণে জিহাদ বন্ধ করার পক্ষপাতি তাদের বলবো, আপনারা একটু খবর নিয়ে দেখুন যে মুজাহিদদের মারামারিগুলো কোন শ্রেণীর। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কোনো এক শ্রেণীর হয়ে থাকলে আপনি এ অজুহাতে জিহাদ বন্ধ করার কথা বলতে পারবেন না।

আর বাস্তবেই যদি এমন হয় যে, কেবল ক্ষমতার লোভে মুজাহিদরা মারামারি করেছেন তাহলেও এ অজুহাতে আপনি জিহাদ বন্ধ করে দেয়ার কথা বলতে পারবেন না। কারণ, এ ধরনের মারামারিও আজ নতুন নয়। খায়রুল কুরুন থেকেই তা চলে আসছে। কিন্তু কেউই এ কারণে জিহাদ বন্ধ করতে বলেননি। ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া আব্বাসী এবং পরবর্তী মামলুক ও উসমানীসহ আরো যত সুলতান যত মারামারি নিজেরা করেছেন সেগুলোর অনেকগুলোই, বরং বলতে গেলে অধিকাংশই ক্ষমতার জন্য। কিন্তু কোনো আলেম ফতোয়া দেননি যে, এরা ক্ষমতার জন্য মারামারি করে বলে এদের সাথে মিলে জিহাদ করা যাবে না বা এরা যে জিহাদ করে তা বন্ধ করে দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে আপনারাই সর্বপ্রথম এ বিদআত আবিষ্কার করলেন।

বরং আহলুস সুন্নাহর মুত্তাফাক আলাইহি আকিদা হলো, সুলতান জালেম হলেও, ক্ষমতালোভী হলেও যতদিন তিনি ইসলামের পক্ষে জিহাদ করে যাবেন সকলে তার সাথে মিলে জিহাদ করে যাবে। এটা আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত আকিদা। তার জুলুমে তাকে সহায়তা করা যাবে না, কিন্তু তিনি যখন জিহাদ করেন তখন পিছিয়ে থাকা যাবে না। যারা পিছিয়ে থাকবে তারা হয়তো মুনাফিক নয়তো বিদআতি বা স্বল্পজ্ঞানী। আকিদার প্রত্যেকটি কিতাবে এ মাসআলা পরিষ্কার লিখা আছে।

অতএব, *মুজাহিদরা যদি নিজেরা মারামারি করে তাহলে দেখতে হবে কোন দল হক আর কোন দল বাতিল। বাতিলের বিপক্ষে হকের পক্ষ নিতে হবে। আর যদি উভয় দলই বাতিল হয় তাহলে এ মারামারিতে কোনো দলের পক্ষ নেয়া যাবে না। তবে তারা যখন কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন তখন সকলে এক হয়ে জিহাদ করতে হবে। এখানে যারা পিছিয়ে থাকবে তারা বিদআতি। এটিই আহলুস সুন্নাহর আকিদা। এটিই কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ। খেলাফতে রাশেদার পর ইসলামের অধিকাংশ জিহাদ এভাবেই হয়েছে। কাজেই মারামারির অজুহাতে যারা জিহাদ বন্ধ করে দিতে চায় তাদের মতলব খারাপ নয়তো স্বল্পজ্ঞানী।

আর আফগান মুজাহিদদের মারামারির কথা যেটা বলেছেন সেটাও আপনার বদ মতলব বা অন্তত আপনার স্বল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। রাশিয়া চলে যাওয়ার পর তালেবানরা ঐসব মুনাফিক ও মুরতাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল যারা এতদিন নিজেদের নিফাক গোপন রেখেছিল। যারা ইসলাম ছেড়ে রাশিয়া ও আমেরিকার সাথে আঁতাত করে কুফরি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তালেবানরা এদের সাথে লড়াই করেছিল। এটা মূলত ঈমান কুফরের লড়াই ছিল। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদি. মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এ কারণে তৎকালীন হক্কানী উলামায়ে কেরাম তালেবানদের পক্ষ নিয়েছিলেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)